সিপোলা (Cipolla) উল্লেখ করেছিলেন, 'চলমান বিজ্ঞান ও খ্রীষ্টীয় রক্ষণশীল বক্তব্যের সম্পর্ক বিষয়টি আধুনিক ধর্মীয় চিন্তা-চেতনায় একটি অত্যন্ত অহেলিত এলাকা। গত পঞ্চাশ বছরে পদার্থ বিজ্ঞানের বিপ্লবাত্মক ঘটনাবলীর মুখোমুখী হয়ে ধর্মগুরুরা যখন মৌন সন্ন্যাসী সেজে থাকেন তখন আমরা অবাক না হয়ে পারি না...।' আধুনিক সমাজে চার্চের ভূমিকা সম্পর্কে রেভারেন্ড মার্ক জে. হার্লি তার The Church and Science বইয়ে উল্লেখ করেছেন—

চার্চের একটি পবিত্র কর্তব্য হলো সমাজের বিবেক হিসেবে কাজ করা, আর একদিকে বিশ্বাসের সাথে যুক্তির সম্পর্ককে এবং অন্যদিকে বিজ্ঞান ও প্রায়োগিক প্রযুক্তির সম্পর্কের সাথে মানুষকে অবহিত করা চার্চের দায়িত্ব। চার্চকে অবশ্য এই সত্য স্বীকার করতে হবে যে বিশুদ্ধ, মৌলিক এবং বিমূর্ত বিজ্ঞান এবং এর আবিষ্কারসমূহের প্রয়োগ কেবল আজকের নর-নারী শিশুর সংশ্লিষ্ট বিষয় বা উদ্বেগের ব্যাপার নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও প্রভাবিত করবে।

তিনি আরও বলেছেন,

ঈশ্বর হলেন সকল সত্যের উৎস। চার্চের উপলব্ধি হলো যে ঈশ্বর তার সৃষ্টির ক্ষেত্রে কখনও নিজের বিরোধিতা করতে পারেন না, এমনকি মুক্তমনের মানুষের ক্ষেত্রেও নয়।

আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি চার্চের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে ১৯৮১ সালের অক্টোবর মাসের ৩ তারিখে বিজ্ঞানীদের সম্বোধন করে প্রদত্ত পোপ জন পলের (২য়) বিবৃতিতে। তিনি বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের প্রতি তার ব্যক্তিগত আস্থা প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'বিজ্ঞান গবেষণা হলো সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ অঙ্গ'। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন,

I have firm confidence in the world scientific community...and I am certain that... scientific research and its technical applications will be carried out in full respect for the norms of morality, safegurding human dignity, freedom, and equality. It is necessary that science should always be accompained and controlled by the wisdom that belongs to the permanent spiritual heritage of humanity and that it takes inspiration from the design of God implanted in ceration...

১৯৭৯ সালের ১০ নভেম্বর তারিখে আইনস্টাইনের জন্মশতবার্ষিকীতে ধর্মযাজকীয় বিজ্ঞান একাডেমীর বিজ্ঞানীদের সমাবেশে পোপ জন পল ২য়'র ভাষণে গ্যালিলিওর প্রতি তৎকালীন ধর্মগুরুদের আচরণের সমালোচনা ইঙ্গিত বহন করে যে, চার্চ তার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে শুরু করেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'মাননীয় সভাপতি, আপনি আপনার ভাষণে সত্যিই বলেছেন যে, গ্যালিলিও এবং আইনস্টাইন একটি যুগকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলে। গ্যালিলিওর বিশালত্ব সকলের জানা, আইনস্টাইনের বিশালতার মতোই। কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তির, যাকে আজ আমরা সম্মানিত করছি কার্ডিনালদের কলেজের সামনে, বিপরীতে প্রথম ব্যক্তিটিকে সীমাহীন কষ্ট-দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে চার্চের মানুষ ও সংগঠনের হাতে, আর এ সত্য আমরা চাপা দিতে পারি না।' তিনি আরও বলেছেন,

The Vatican Council recognized and deplored certain unwarranted interventions : "We cannot but deplore"-it is written in number 36 of the Conciliar Constitution Gaudium et spes-' certain attitude (not unknown among Christians) deriving from a shortsighted wiew of the rightful autonomy of science; they have occasioned conflict and controversy and have misled many into thinking that faith and science are opposed'. The reference to Galileo is clearly expressed in the note to this text, which cites the volume Vita e opere di Galileo Galilei, by Mons. Pio Paschini, published by the Pontifical Academy of Sciences. To go beyond this stand taken by the Council, I hope that the theologians, scholars, and historians, animated by a spirit of sincere collaboration, will study the Galile case more deeply and, in loyal recognition of wrongs from whatever side they come, will dispel the mistrust that still opposes, in many minds, a fruitful concord between science and faith, between the Church and the world.

গ্যালিলিওর উদ্ধৃতি দিয়ে পোপ জন পল বলেন যে, বিশ্বাস ও বিজ্ঞান এ দু'টি সত্য কখনও পরস্পর বিরোধী হতে পারে না। গ্যালিলিওকে ধর্মভীরু ভাল খ্রীস্টান প্রমাণ করতে ১৬১৩ সালের ২১ ডিসেম্বর তারিখে ফাদার বেনেডেদেতো ক্যাসেলিকে লেখা গ্যালিলিওর চিঠির উদ্ধৃতি দিয়েছেন, "Holy Scriptures and nature proceeding equally from the divine Word, the former dictated, as it were, by the Holy Spirit, the latter as a faithful executor of God's orders".। গ্যালিলিও পোপ বর্ণিত 'ভাল খৃস্টান' ছিলেন কি-না তা সঠিক জানা না গেলেও তিনি যে ব্রুনোর মতো সাহসী ছিলেন না, এটি ইতিহাস স্বীকৃত।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে গ্যালিলিওর তুলনায় ব্রুনো অতটা সৌভাগ্যবান নন, বর্তমান চার্চের কাছে সহানুভূতি পাওয়ার বিষয়ে। পার্থক্যটা হলো অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানী হলেও গ্যালিলিও কখনও খ্রীস্ট ধর্মবিরোধী বা নাস্তিক হিসেবে নিজেকে চিত্রিত করতে চাননি, ব্রুনোর ক্ষেত্রে যা ঘটেছে। ১৯৯২ সালের ৩১ অক্টোবর রোমান ক্যাথলিক চার্চ অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করছেন যে কোপার্নিকাসের তত্ত্ব সমর্থন করে গ্যালিলিও সঠিক কাজ করেছিলেন, ব্রুনোর প্রতি এরকম কোনও স্বীকারোক্তি চার্চ অদ্যাবধি করেননি। তার লিখিত পুস্তকগুলো আজও ভ্যাটিকানের নিষিদ্ধ গ্রন্থের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। ব্রুনোর প্রতি বর্তমান ক্যাথোলিক চার্চের দৃষ্টিভঙ্গি এখনও যে অনুদার তা এনসাইক্লোপিডিয়ার সর্বশেষ সংস্করণে ব্রুনোর ওপর দু'পৃষ্ঠাব্যাপী লেখাটি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেখানে ব্রুনোকে চপলমতি ও অস্থিতিশীল চরিত্রের অধিকারী এক জ্ঞানবান ব্যক্তি হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। সেখানে ব্রুনোর ধর্ম সম্পর্কে বক্তব্যগুলোকে ভ্রান্ত বলে বলা হয়েছে, এবং এর ফলে চার্চের রক্ষণশীল অঙ্গ 'ইনক্যুজিশন' এর হাতে দীর্ঘদিন ধরে কারাবন্দী ও নির্যাতন ভোগ করার কথা বলা হলেও চার্চ কর্তৃপক্ষ যে তাকে জীবন্ত দগ্ধ করে হত্যা করে তার জন্য কোন অনুশোচনার অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়নি। সেখানে বলা হয়েছে,

Bruno was not condemned for his defence of the Copernicus system of astronomy, nor for his doctrine of plurality of inhabited worlds, but for his theological errors, among which were the following that Christ was not God but merely an unusually skillful magician, that the Holy Ghost is the soul of the world, that the Devil will be saved, etc.

ব্রুনো তার নানা লেখায় উল্লেখ করেছেন, 'ঈশ্বর আর বিশ্বজগৎ' এক; 'জড় আর চৈতন্য', 'দেহ ও আত্মা' একই পদার্থের দুটি দশা মাত্র; আমাদের মহাবিশ্ব অনন্ত এবং দৃশ্যমান জগতের বাইরেও রয়েছে অনেক জগৎ, যার প্রতিটিতে রয়েছে জীবময় অধিবাসী;.... ইত্যাদি। এসব মত নিয়ে ওই প্রবন্ধটিতে মন্তব্য করা হয়েছে ব্রুনো সম্পর্কে :

"Thus his system of thought is an incoherent materialistic pantheism. His attitude of mind towards religious truth was that of a rationalist'."

তবে রোমান ক্যাথলিক চার্চ বর্তমান পোপ জন পলের নেতৃত্বে প্রথমে ১৯৮৮ সালে এবং পরবর্তীকালে ২০০০ সালের মার্চ মাসে "A ROMAN CATHOLIC APOLOGY FOR THE PAST SINS OF ITS MEMBERS" এই শিরোনামে একটি ঘোষণা গৃহীত হয় যা চার্চের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি সাহসী পদক্ষেপ। অতীতের ভুল ও ত্রুটির জন্য চার্চের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনার পোপের এই ঘোষণার চুম্বক কথাগুলো হলো ঃ

* "Referring to the church's relationship to Jews, the pope said, "We are deeply saddened by the behavior of those who in the course of history have caused these children of yours to suffer, and asking your forgiveness, we wish to commit ourselves to genuine brotherhood."

* "In an apparent reference : to the treatment of individuals that the church considered heretics, to the various schisms within Christianity, and for manifestations of religious intolerance, the pope said, "We ae asking pardon for the divisions among Christians, for the use of violence that some have committed in the service of truth and for attitudes of mistrust and hostility assumed towards followers of other religions."

বর্তমান কালের বিজ্ঞানীদের কাছে চার্চের এতটা বিনয়ী না হয়ে উপায়ই বা কি আজ?

(চলবে)